# মসলার যুদ্ধ

সত্যেন সেন

আষাঢ়

# মসলার যুদ্ধ

সত্যেন সেন

আষাঢ়

# মসলার যুদ্ধ

## সত্যেন সেন

**প্রকাশকাল :** অক্টোবর ২০২৩
**প্রচ্ছদ :** আবুল ফাত্তাহ

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
**+৮৮ ০১৯৭৬ ৬২৫ ৯৭০**
মুদ্রণ : তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
**পরিবেশক : কেন্দ্রবিন্দু**
**অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বইফেরী**

support@asharh.pub
www.asharh.pub
www.facebook.com/asharhpub

Moshlar Zuddo by Satyen Sen, Published by Asharh,
Copyright ©Asharh

# সূচিপত্র

এক.....৬
দুই.....১১
তিন.....১৬
চার.....২২
পাঁচ.....৩৩
ছয়.....৩৮
সাত.....৪৬
আট.....৬১
নয়.....৭৬

# এক

১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দের কথা বলছি। কালিকটের বন্দরে অজস্র জাহাজের ভিড়। ছোট বড় নানা আকারের নানা রকমের পালতোলা জাহাজ বাণিজ্যের পসরা বয়ে বন্দর ছেড়ে দেশবিদেশে যাত্রা করছে। পুৰ, পুশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিক থেকে জাহাজের পর জাহাজ এসে ভিড়ছে । কালিকটের বন্দর নিমেষ মাত্র বিশ্রাম পায় না। প্রতিটি জাহাজের সামনে নিশান ওড়ে। বন্দরের লোকেরা তাই দেখে দূরে থাকতেই বলে দিতে পারে, কোনটা কোন দেশের জাহাজ। আরব বণিক, গুজরাটের মুসলমান বণিক, এদের জাহাজই সংখ্যায় বেশি। চীনা বণিকদের জাহাজের আসা যাওয়া আছে। তাছাড়া এদিক ওদিক থেকে আরও জাহাজ যাতায়াত করে। কিন্তু আরবের বণিকরা সমস্ত বণিকদের ছাড়িয়ে উঠেছে। বাণিজ্যে তাদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারে না ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে বর্তমান ম্যাঙ্গালোর থেকে কুমারিকা প্রণালী পর্যন্ত আরব সাগর-তীরবর্তী যেই ভূভাগ তার নাম মালাবার বা কেরল । এই ভূভাগের পূর্বদিকে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগর । দুয়ের মাঝখানে দুর্ভেদ্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এই মালাবার অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকেই গোলমরিচের দেশ বলে খ্যাত। দু'হাজার বছর ধরে এখানকার বণিকরা মসলাপাতি, বস্ত্র, মণিমুক্তা, গজদন্ত প্রভৃতি পণ্যে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্য করে

আসছে । মালাবার অঞ্চলে কতগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নিরাপদ আড়ালে তারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পেরেছে । এই

রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কালিকট । কালিকটের রাজার বংশগত নাম জামোরিন । কালিকট রাজ্য হিসেবে বড় না হলেও তার শক্তি ও সম্পদ ছিল প্রচুর

এই শক্তি ও সম্পদের মূল কারণ মসলা। কয়েক শতাব্দী ধরে কালিকট মসলার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলে গণ্য ছিল। মালাবার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ, এলাচি প্রভৃতি উৎপন্ন হতো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মসল উৎপন্ন হতো প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে অর্থাৎ মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে । কিন্তু এখানকার সমস্ত মসলাও কালিকট বন্দরে চলে যেত। পরে সেখান থেকেই ইয়োরোপের দেশগুলোতে চালান করা হতো। তখনকার দিনের ইয়োরোপীয়দের রান্নায় এসব মসলা ছাড়া কিছুতেই চলত না। আর এসব মসলা ভারতবর্ষ, মালয় আর ইন্দোনেশিয়া ছাড়া আর কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। এক গোলমরিচের কথাই ধরা যাক। গোলমরিচ আজকাল আমাদের কতটুকু কাজেই বা আসে! কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন এই গোলমরিচ মণিমুক্তার মতো মূল্যবান বলেই গণ্য হতো, এ কথা শুনলে কে বিশ্বাস করবে? এই গোলমরিচের জন্য মানুষ কী না করেছে? জীবন হাতে নিয়ে বিপদ-সংকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, কত লোক এরই জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে । কাজেই সে সময় কালিকট বন্দরের খ্যাতি বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। বন্দরের ব্যবস্থা ছিল খুবই ভালো । পারস্যের রাজদূত আবদুর রাজ্জাক একবার সে সময়ে এদেশে এসেছিলেন । কালিকট বন্দর দেখে তিনি বলে গেলেন, প্রত্যেকটি জাহাজ, যে-কোনো দেশ থেকে আসুক না কেন, এবং যে-কোনো

দিকেই যাক না কেন, তাকে অন্যান্য জাহাজের মতোই সমদৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে ।

১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দ । এই সময় কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধি উপচে পড়ছিল । বাণিজ্যসূত্রে বা বাণিজ্য উপলক্ষে কত দেশের মতো লোকই না এই বন্দরে আর নগরে ভিড় জমিয়েছে! তাদের কার মনে কি ছিল কে জানত!

এই সময় একদিন একটা আরবীয় জাহাজ থেকে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নামলেন। তার মুখের গড়ন আর গায়ের রং আরবদের মতো নয় । তিনি আরবের মুসলমানের পোশাক পরে এসেছিলেন । কিন্তু এদেশের লোক আরব

দেশের লোকদের ভালো করেই চেনে। সেইজন্যই ভদ্রলোক কারো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল । কিন্তু ভদ্রলোক যখন একজন আরব বণিককে আস্সালামু ওয়ালায়কুম জানিয়ে বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না। ভদ্রলোক স্বচ্ছন্দে এখানকার আরবদের সঙ্গে মিশে গেলেন ।

কিন্তু এই ছদ্মবেশী লোকটির প্রকৃত পরিচয় সেদিন কেউ পায়নি। লোকটি পর্তুগিজ। তার নাম পেরো দ্য কোভিলহাম। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় ডোম জোয়াও কালিকট বন্দর ও কালিকট রাজ্যের ভেতরকার খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার জন্য গুপ্তচর হিসেবে তাকে পাঠিয়েছিলেন।

এর ঠিক দশ বছর বাদে পর্তুগিজরা প্রকাশ্যেই এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে মসলার বাণিজ্য করবার জন্য জাহাজ সাজিয়ে নিয়ে এল । এই পর্তুগিজ

বণিক দলের অধিনায়কের নাম ছিল 'ভাস্কো দ্য গামা'। এ নামটা অনেকের কাছেই পরিচিত। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই হিসেবেই তার নাম সুপরিচিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতবর্ষের মাটিতে ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির এই প্রথম পদক্ষেপ। সেজন্যই ভাস্কো দ্য গামার নাম আর ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দটা আমাদের পক্ষে স্মরণ করে রাখবার মতো।

পর্তুগিজদের জাহাজগুলো সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেমন মজবুত গঠন তেমনি ক্ষিপ্র তাদের গতি। বন্দরের লোকেরা অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। জাহাজ তো নয় যেন জলচর প্রাণি । জলচর প্রাণির মতোই স্বচ্ছন্দ তাদের গতি।

কিন্তু শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণের জিনিস ছিল। ওরা ওদের জাহাজের সামনে কামান সাজিয়ে এনেছে। এদেশের মানুষ তার আগে কখনও কামান দেখেনি। কামানের নামও খুব কম লোকেই শুনেছে। ওরা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগল, ওগুলো আবার কিগো? কত দেশের কত জাহাজ এখানে এসে ভিড়ে, কিন্তু কই, এগুলোতো কোনদিন দেখিনি ।

কামানের মর্ম জানে আরব বণিকরা। তারা দেশবিদেশে সফর করে বেড়ায়, কামানের সঙ্গে তাদের ভালো করেই পরিচয় আছে। তারা কামানের বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলল। ওরা শুনল বটে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারল না! বলল, তোমরা এ সমস্ত কাহিনি কোথায় পাও? হ্যাঁ, ছিল বটে এক কালে । রামায়ণে অগ্নিবাণের কথা আছে । কিন্তু এই কলিযুগে সে কি সম্ভব? তা ছাড়া সে তো মন্ত্রপূত বাণ, এই ম্লেচ্ছরা কেমন করে তাদের আয়ত্ত করবে? আর

এই কামানের কথা নিয়ে আরব বণিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার ভাব দেখা দিল । কালিকটের রাজা জামোরিনের কপালেও উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ।

# দুই

মসলা-যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করতে গেলে আরও পেছনের দিকে ফিরে যেতে হয় । ক্রুসেডের গল্প অনেকেরই জানা আছে। জেরুজালেম খ্রিষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, এইখানে যিশু খ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। সে সময় এশিয়া, ইয়োরোপ আর আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশেই মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। জেরুজালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো পরস্পর হাত মিলাল । ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে সে সময় সারা ইয়োরোপময় প্রবল ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হলান্ড, জার্মানি এরা সবাই এই জোটের মধ্যে ছিল । তাদের এই জোট বাধার পেছনে ধর্মীয় কারণ যে ছিল না তা নয় । কিন্তু এই উপলক্ষে প্রতিযোগী শত্রুকে দমন করবার অভিপ্রায়টাও বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল। প্রবল উচ্ছ্বাসের মুখে প্রথম তিনটা ক্রুসেডে খ্রিষ্টানরা সাফল্য লাভ করল, কিন্তু এই পর্যন্তই। তারপরই তাদের দুঃসময় দেখা দিল। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বীর সালাদিন খ্রিষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেমকে পুনরধিকার করে নেন। তারপর থেকে এই জোট বাঁধা শক্তিগুলো আর কোনো দিন জেরুজালেমকে দখল করে নিতে পারেনি।

এই সময় মিশর মুসলমানদের হাতে চলে আসবার ফলে খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল । ইয়োরোপ আর এশিয়া, তার মাঝখানে মিশর । মুসলমানদের এই শক্তিশালী কেন্দ্রটিকে এড়িয়ে ভারতবর্ষে যাবার কোনোই উপায় ছিল না। অথচ ভারতবর্ষের বিপুল সম্পদের কাহিনি তখন ইয়োরোপময় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে আরও কাছাকাছি আসবার ফলে এসব খবর আরও বেশি করে তাদের কানে আসত। সত্যে,

মিথ্যায় জড়িয়ে কত কথাই না এসে পৌঁছত। মধুর গন্ধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে মধুকরের দল । কিন্তু পথের মাঝখানে বাধা হয়ে দাড়িয়ে আছে মিশর। এখন কী করবে তারা?

অথচ ভারতবর্ষের সঙ্গে ইয়োরোপের যোগাযোগ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বহুকাল আগে থেকেই ি আর ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মিশর এক সময় রোমের অধীন ছিল। সেই সময় মিশরের বন্দর থেকে রোমের জাহাজগুলো নিয়মিতভাবে ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে মাল আরিক্ষ্যামেদুর খননের ফলে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শতকে রোম সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রিক ও রোমীয় ভৌগোলিক ভারতবর্ষের উপকূল-সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। এমনকি তারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়ে গেছেন । কেনা-বেচা করত।

ইয়োরোপের অন্ধকার যুগে এই সম্পর্কের ছেদ পড়ে গিয়েছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবদের বণিকেরা তাদের জায়গা দখল করে নিল । কিন্তু জায়গা দখল করে নিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। দেশবিদেশের ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করবার জন্য দুঃসাহসিক আরব বণিকরা জীবনপণ করে

দুরন্ত সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ফলে আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজে ছেয়ে গিয়েছিল। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে আরবদের বাণিজ্যের এই বিরাট অগ্রগতি ইয়োরোপীয় রাজনৈতিকদের দৃষ্টিপথে এল । তারা বুঝলেন ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করতে হলে ঐশ্বর্যের মণিকোঠা ভারতবর্ষে পৌঁছবার পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

কিন্তু ইসলামধর্মী মিশর আর সিরিয়ার উপকূল এই পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলেই ইয়োরোপীয় রাজনৈতিকরা সোজাসুজি মিশরের বিরুদ্ধেই তাদের পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। 1 ফ্রান্সের সেন্ট লুই ছিলেন এই ধর্মযুদ্ধের নেতা । আরও অনেক রাজা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । কিন্তু এই যুদ্ধেও তাদের হার মানতে হলো। মিশর ও সিরিয়ার উপকূল মুসলমানদের হাতেই থেকে গেল ।

মসলা ছাড়া ইয়োরোপীয়দের চলে না। যে-কোনভাবেই হোক মসলা পেতেই হবে। মসলা আসবার দুটো পথ – একটা মিশরের মধ্য দিয়ে, আর - একটা পারস্যের মধ্য দিয়ে। ইয়োরোপকে এ বিষয়ে একান্তভাবে মিশরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। মিশরের একচেটিয়া ব্যবসা, তার বণিকরা মসলার দাম চড়িয়ে দিয়ে আসল দামের তিনগুণ আদায় করত। ওদিকে পারস্যের লোকও ইসলামধর্মী, খ্রিষ্টান বণিকদের সেই পথ ধরে মসলার সন্ধানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পারস্যে যখন তাতারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই পথটা খুলে গেল। ভাতার খানরা তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি । তারা ইতালীর বণিকদের মসলা আনবার জন্য পারস্যের উপর দিয়ে ভারতবর্ষে যাবার অনুমতি দিলেন। তার ফলেই তখনকার দিনের ইয়োরোপীয়রা জানতে পারল, মসলা কোন দেশে জন্মায়, আর তার সত্যিকারের দামই বাকি রকম। কিন্তু সে পথ বেশি দিনের জন্য খোলা রইল